তারিখ 11 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

দৈনিক
ইনকিলাব

একজন মিলনের সফলতা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ পরীক্ষার আগেও মিলন। ফলাফল প্রকাশের পরেও মিলন। অর্থাৎ শুরুতেও মিলন শেষেও মিলন। শুরুর মিলন দুই কারণে। প্রথমতঃ যে সব পরীক্ষার্থীরা নকলের উপর নির্ভর করতো এবং যে সব শিক্ষক নকলে সহায়তা করে প্রতিষ্ঠানের পাসের হার বাড়িয়ে নিজেদের এখনও টিকিয়ে রাখত তাদের কাছে মিলন মানে আতংক। দ্বিতীয়তঃ যারা ভালো ফলাফলের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিল তাদের কাছে মিলন মানে আশির্বাদ। অর্থাৎ নকলের ২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

একজন মিলনের সফলতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে মিলনের আকস্মিক অভিযানের আতংকে নকলবাজরা নকল করতে পারবে না, ভালো প্রস্তুতি নেয়া পরীক্ষার্থীরা ভালো পরিবেশে পরীক্ষা দিতে পারবে, কাঙ্খিত সাফল্য আসবে। এ ধারণা কেবল পরীক্ষার্থীদেরই নয়, অভিভাবকদেরও পক্ষ থেকেও ছিল একই মতামত। তাদের সেই ধারণা বাস্তবে রূপ নিয়েছে গত সোমবার প্রকাশিত এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের মধ্য দিয়ে। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরও ১৭ হাজারের অধিক পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ে ৮০'র বেশী নম্বর পেয়ে জিপিএ-৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পাসের হারও অধিকাংশ বোর্ডেই ৫০ শতাংশের বেশী। ৯ বোর্ডে গড় পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৫৪ দশমিক ১০। যা নকলের মহোৎসবের পরীক্ষকেও হার মানিয়েছে। যার কারণে, গত শনিবার ফল প্রকাশের পর থেকে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক সকলের মুখে মুখে মিলনের জয় গান। এই মিলন চারদলীয় জোট সরকারের গৌরবের মিলন। তিনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের রাজধানীর ভালো ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছিল আনন্দ, উল্লাস, উচ্ছ্বাসে মুখরিত। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সকলে নকল পাবলিক পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন নকলমুক্ত পরীক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে। আর এ জন্য সব সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন একজন আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলনের। শতভাগ পাসের গৌরব অর্জনকারী রাজধানীর হলিক্রস গালর্স হাই স্কুলের একাধিক পরীক্ষার্থীর কাছে তাদের ভাল ফলাফলের জন্য কার অবদান বেশী জানতে চাইলে অভিভাবক ও প্রিয় শিক্ষকের কথা বলার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলনের প্রতি। তারা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নাম বিশ্লেষণ করেছে 'আ. ন. ম. এহছানুল হক মিলন মানে আমাদের নয়ন মনি এহছানুল হক মিলন। এ মন্তব্য কেবল হলিক্রসের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা অভিভাবকদের নয়। গতকালও ইনকিলাবে ফোন করে অনেক অভিভাবক, শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে তার নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অপর দিকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী নকল না করতে পেরে ফেল করেছে তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলন মানে আসল নষ্টের মূল এহছানুল হক মিলন।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক সকলের কাছে যে জন্য আজ এহছানুল হক মিলন প্রশংসিত তা হচ্ছে যুগযুগের নকলের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়া।

এছাড়াও মিলন শিক্ষার্থী অভিভাবকদের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছেন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য বই পৌছে দেয়ার জন্য। বিগত সরকারের আমলেও বছরের ৩/৪ মাস পরও বাজারে পাঠ্য পুস্তক পাওয়া যেত না। দ্বিগুণ/তিনগুণ মূল্যে অভিভাবকদের বই সংগ্রহ করতে হোত। প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যেত না প্রয়োজন অনুপাতে। বিক্রি হোত চড়া মূল্যে বাজারে। সে অবস্থারও অবসান হয়েছে।